মিশন নির্মল বাংলা

unicef
for every child

স্বপ্নের দৌড়

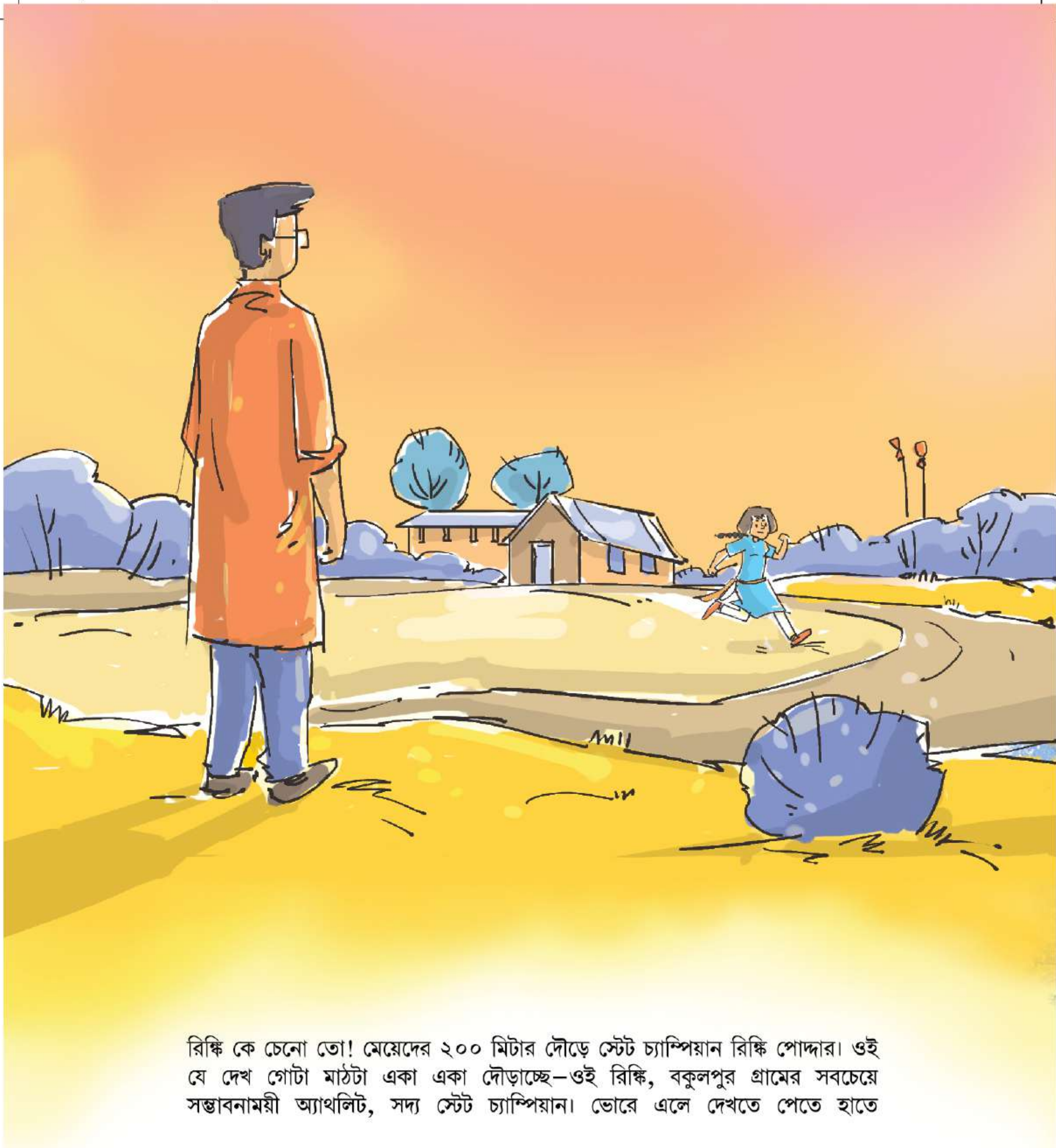

রিঙ্কি কে চেনো তো! মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ে স্টেট চ্যাম্পিয়ান রিঙ্কি পোদ্দার। ওই যে দেখ গোটা মাঠটা একা একা দৌড়াচ্ছে–ওই রিঙ্কি, বকুলপুর গ্রামের সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী অ্যাথলিট, সদ্য স্টেট চ্যাম্পিয়ান। ভোরে এলে দেখতে পেতে হাতে

স্টপ–ওয়াচ নিয়ে ওকে কোচিং করাচ্ছেন বাবলু স্যার। সেই সেবার ছোট্ট রিঙ্কি যখন পায়ে চোট নিয়েও আন্তঃ জেলা চ্যাম্পিয়ান হল, বাবলু স্যার নিজে ওর বাড়িতে এসে ওকে কোচিং করাতে চাইলেন। সেই থেকে রিঙ্কি বাবলু স্যার–এর কাছেই প্র্যাক্টিস করে।

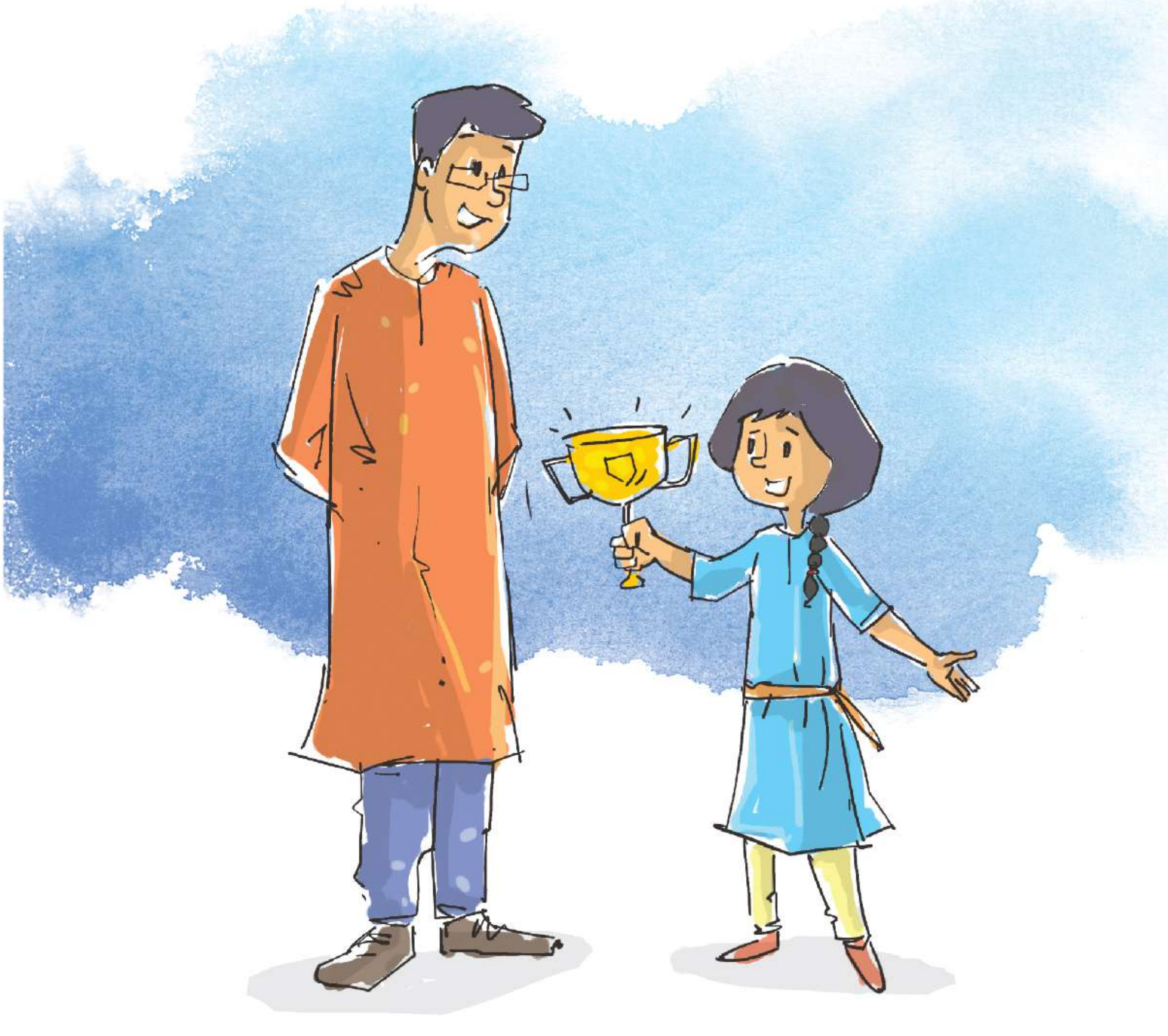

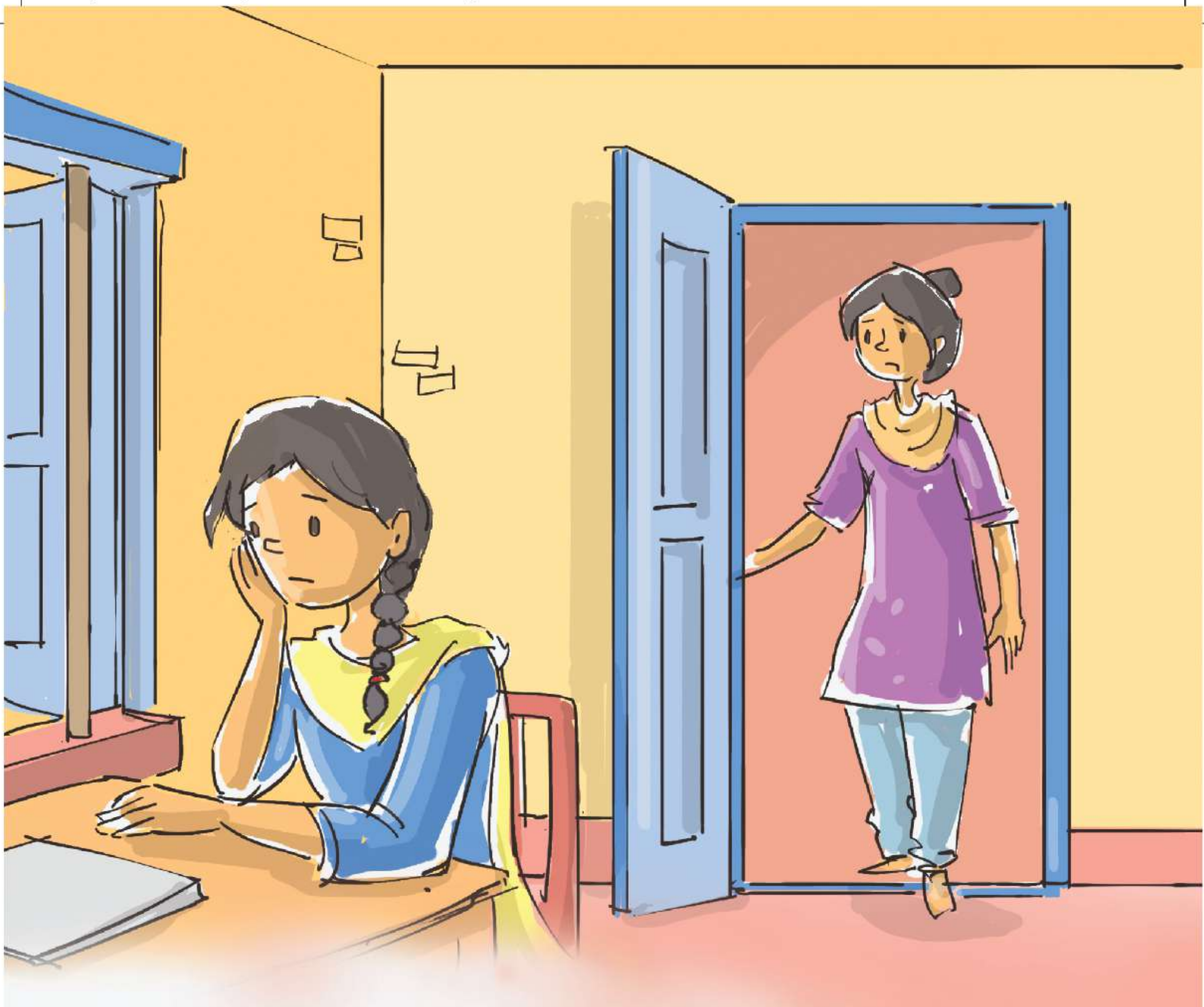

এই রিঙ্কিরই স্টেট চ্যাম্পিয়ান হওয়া নিয়ে একবার সংশয় দেখা দিয়েছিল। ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি। স্টেট মিট–এর সিলেকশনের দিন এগিয়ে আসছে, অথচ রিঙ্কি বেশ কিছুদিন হল স্কুলে আসছে না, রিঙ্কির বেস্ট ফ্রেন্ড ঝুমা ওকে দেখতে এসে বলল, কী হয়েছে রে তোর! স্কুলে আসছিস না, বাবলু স্যার বলল প্র্যাকটিসেও কামাই! কাল স্টেট মিটের সিলেকশন! আসবি না! রিঙ্কি মুখ নীচু করে উত্তর দেয় কাছে আয় বলছি, ঝুমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, আমার শুরু হয়েছে... ঝুমা বুঝতে না পারায় রিঙ্কি আমতা আমতা করে গলা আরো নীচু করে বলে ওই যে রে... মাসিক!

ঝুমা বলে, তো! কী হয়েছে! অতো লজ্জা আর ভয় নিয়ে বলছিস কেন? আরে, মাসিক তো আমারও হয়...

রিঙ্কি এবার প্রায় কেঁদে ফেলে, ঠাকুমা, মা বলেছে স্কুলে যাওয়া বন্ধ, প্র্যাকটিসেও যেতে দেয় নি, জানিস বাড়িতে লোকজন এলেও দেখা করতে দেয় না, এক সাথে বসে খাওয়া যাবে না, এটা ছোঁয়া যাবে না, ওটা করা যাবে না...

ঝুমা অবাক হয়ে বলে, সেকি রে! এ তো নিজের ঘরেই 'একঘরে', আমি মাকে বলব কাকীমার সাথে কথা বলতে, মাসিক হলে বাড়িতে আটকে থাকতে হবে নাকি! যত্তো সব কুসংস্কার।

আমার দৌড়ের কী হবে বল তো! রিঙ্কি চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করে,

– আমি দেখছি,
অভয় দিয়ে ঝুমা চলে যায়...

সেদিন সন্ধ্যেটা বেশ টেনশনেই কাটে রিঙ্কির! কাল কী হবে? এই অবস্থায় দৌড়তে দেবে মা–বাবা? কী করে রাজি করাবে ওদের? নাহ্! আর ভাবতে পারছে না সে!

পরদিন একটু দেরী করেই ঘুম ভাঙলো ঝুমার মায়ের গলার আওয়াজে। আরও একটা চেনা গলাও শুনলো রিঙ্কি, বাবলু স্যার এসেছেন! এক ঝটকায় উঠে পাশের ঘরে এল সে। বাবলু স্যার বললেন, বৌদি, ওর সামনে দারুণ ভবিষ্যৎ! সুযোগ তো বারবার আসে না। ঝুমার মা বললেন, আর মাসিকের দিনগুলোতো তো আর পাঁচটা দিনের মতোই, এইতো অন্বেষা কেন্দ্রের দিদিরাও বলেন যে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে... ঠিকমতো খাওয়া–দাওয়া করলে, ঘুম ঠিক হলে, শরীরের যত্ন নিলে আর পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকলে এটা সামলানো খুব সহজ।

মা তবুও কিন্তু কিন্তু করছে দেখে, রিঙ্কি এবার বলল, মা দৌড়নো খেলাধুলা, সব করা যায় বিশ্বাস কর...

বাবলু স্যার আর ঝুমার মা মাথা নেড়ে সায় দিলেন, বাবলু স্যার বললেন, কোনও ভয় নেই। এতো প্রতিটা মেয়েরই হয়, এটা কোনও অসুখ নয় বৌদি। এতো শরীর বিজ্ঞানের একটা অংশ... স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলো, সাইকেল চালানোয় কোনও অসুবিধা নেই।

রিঙ্কির মা বললেন, কী জানি বাপু! ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। অনেকদিন থেকে এগুলো মেনে আসছি তো...

ঝুমার মা রিঙ্কির মাকে বললেন, চিন্তা কোরো না, সময় করে একদিন আমার সাথে সাথে অন্বেষা ক্লিনিকে চল, ওখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলাখুলি কথা বলা যায়, জানা যায় অনেক কিছু...

কথাবার্তার মধ্যেই রিঙ্কির বাবা চলে এলেন বাজার থেকে, ঝুমার মা বললেন, দাদা আমি নিজে এসেছি বলতে, আজ ওর ফাইনাল সিলেকশন, কতো বড় জায়গায় যাবে ও, আপনি একটু ভাবুন

এরপর একটা প্যাকেট বার করে রিঙ্কির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এটাকে বলে স্যানিটারি প্যাড, ব্যবহার করা যেমন সহজ তেমনি স্বাস্থ্যকরও। রিঙ্কির মা বললেন, কিন্তু আমরা যে কাপড় ব্যবহার করি...ঝুমার মা একটু হেসে জানালেন, পরিষ্কার কাপড়ও ব্যবহার করা যায়, তবে ভালো করে কেচে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করলে হাঁটাচলা, দৌড়নো, খেলাধুলো, সব কিছুতেই সুবিধা, ব্যবহারের পর ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়, আর স্কুলে ইন্সিনারেটর যন্ত্রে পুড়িয়ে দিতে হয়। তাছাড়া মাসিকের সময় ব্যবহারের জন্য বাজারে এখন ট্যাম্পন, পিরিয়ড কাপও পাওয়া যায়।

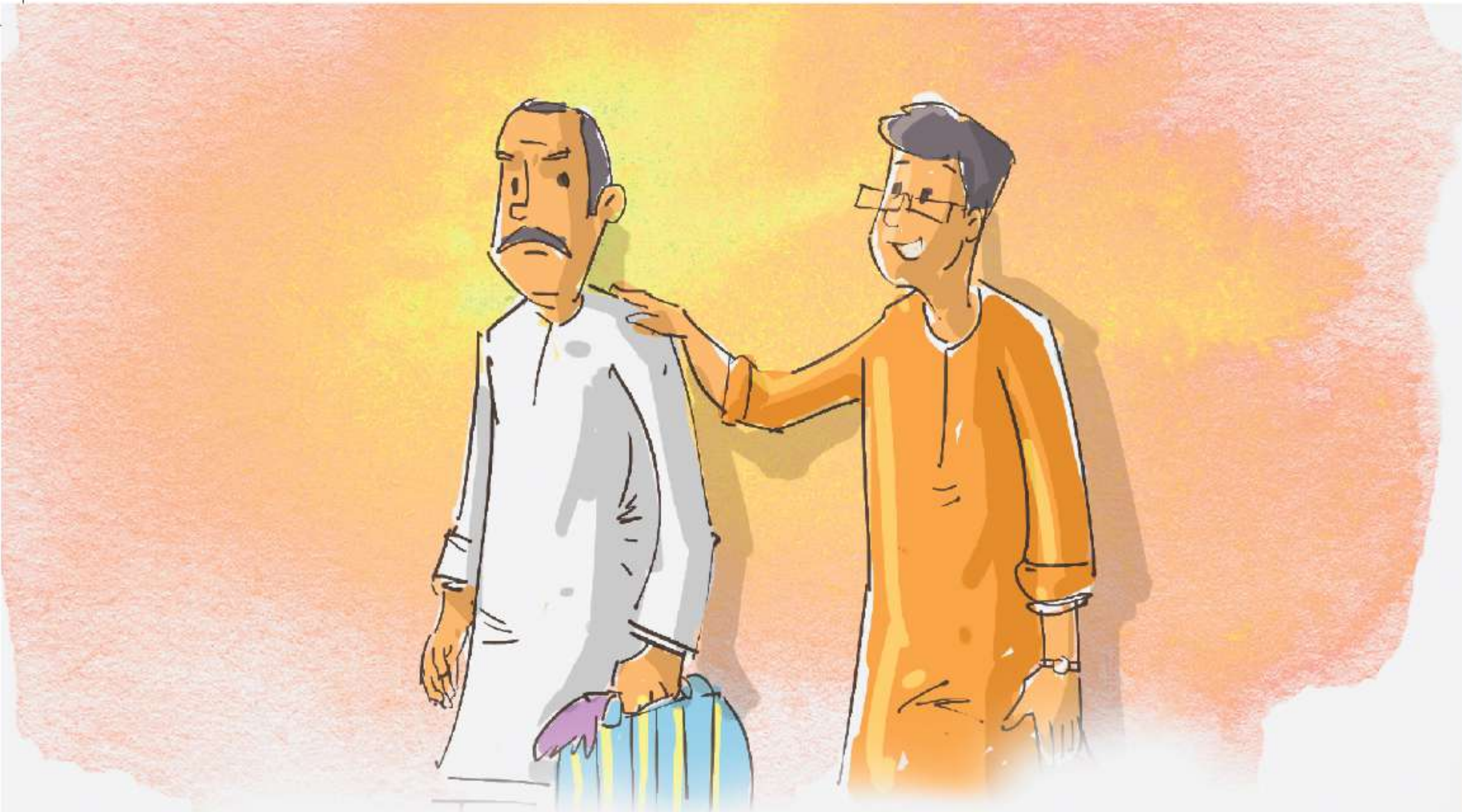

রিঙ্কির বাবা লজ্জা পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তা দেখে বাবলু স্যার বলে উঠলেন, না, না পোদ্দারদা, এড়িয়ে যাবেন না, লজ্জার কিছু নেই, আপনাকে আর বউদিকে মেয়ের বন্ধু হতে হবে, ও এখন বড় হচ্ছে, খোলাখুলি কথা বলুন, এতে বরং সমস্যাগুলো ওর কাছেও সহজ হয়ে যাবে।

বাবলু স্যার কথা শেষ করেই ঘড়ি দেখলেন, এখনো ঘন্টাখানেক সময় আছে, এরপর মিট শুরু হয়ে যাবে পোদ্দারদা, এত ভালো অ্যাথলিট বাড়িতে বসে থাকবে, বলুন! আক্ষেপের সুর ঝরে পড়ল তার গলায়।

পোদ্দারবাবু, চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকলেন রিঙ্কি, রিঙ্কি ভাবলো বাবা বুঝি বকা দেবেন... সে মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়াল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পোদ্দারবাবু বললেন, কীরে মা, ১৫ মিনিটের মধ্যে তৈরি হতে পারবি না? পারব বাবা! রিঙ্কি লাফিয়ে উঠল খুশিতে! পোদ্দারবাবু এরপর ঝুমার মায়ের হাত থেকে স্যানিটারি প্যাকেটটা নিয়ে মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এখন থেকে আর ভয় নেই কাকীমার সঙ্গে গিয়ে বুঝে নে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়...

বাবলু স্যারের স্কুটারে বসে রিঙ্কি যখন মাঠে ঢুকলো তখন প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, বন্ধুরা ওকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো। ঝটপট তৈরি হয়ে বাবলু স্যারকে প্রণাম করে স্টার্টিং ব্লকে গিয়ে দাঁড়াল রিঙ্কি... দুশো মিটার দূরের শেষ ফিতেটার দিকে চাইল একবার। আজ ওকে জিততেই হবে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্য সব মেয়েদের জন্যেও। বহুদিন ধরে চলে আসা কুসংস্কারকে ভেঙে দিতে হবে ফিনিশিং লাইনের ফিতেটা সবার আগে ছুঁয়ে। দৌড় শুরু করে রিঙ্কি...

unicef
for every child

মিশন নির্মল বাংলা

Mission Nirmal Bangla
Panchayats & Rural Development Department, Government of West Bengal
Joint Administrative Building, 7th Floor, HC-7, Sector III, Salt Lake, Kolkata 700 106
www.missionnirmalbangla.in